প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৬৬)ঃ দ্বীন ইসলামে চিকিৎসার কিরূপ অবকাশ রয়েছে? বিশেষভাবে একজন মুসলমানের পক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নেওয়া ও শিক্ষা অর্জন করা যায় কি?

মুহাম্মাদ আবুল মানছূর
চক লোকমান কলোনী,বগুড়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে অন্যান্য যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় রোগ-ব্যাধির বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম তিনটি পথ অবলম্বন করেছে- ১. স্বাস্থ্যের হেফাযত করা (বাক্বারাহ ১৮৪)। ২. রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা (নিসা ৪৩)। ৩. রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করা (বাক্বারাহ ১৯৬)।

সাথে সাথে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি যার ঔষধ রাখেননি (বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়)। প্রত্যেক রোগেরই ঔষূধ রয়েছে। রোগ মাফিক ঔষধ প্রয়োগ হ'লে আল্লাহ্র রহমতে ভাল হয়ে যায় (মুসলিম 'চিকিৎসা' অধ্যায়)। মহানবী (ছাঃ) নিজে চিকিৎসা করেছেন, চিকিৎসা নিয়েছেন ও অন্যের চিকিৎসা করিয়েছেন (বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার)। শুধু তাই নয় তিনি ব্যাপক হারে রোগের চিকিৎসার শিক্ষাও প্রদান করেছেন যা হাদীছ গ্রন্থ সমূহের 'ত্বিব' বা 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে ভরপুর রয়েছে। তবে দ্বীন ইসলাম চিকিৎসা বিষয়েও বিধি-নিষেধের মাধ্যমে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন তাবীয লটকানো, শিরকী মন্ত্রপাঠ ও হারাম বস্তু দ্বারা ঔষধ গ্রহণ করা যাবে না।

হোমিও প্যাথি ঔষুধে অ্যালকোহল (যদি থাকে), তবে তা শরীয়তে হারামকৃত মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা শরীয়তে একমাত্র 'মুসকির' ও 'খামর' পর্যায়ের শরাব (মদ) কে হারাম করা হয়েছে। যা পান করলে স্বাভাবিক অবস্থায় বিবেকশক্তি লোপ পায়। ঔষধে ব্যবহৃত অ্যালকোহল (যদি থাকে), তবে তা ব্যবহারে বিবেকশক্তি লোপ পায় না। ফলে এরূপ ঔষধ ব্যবহার করা বা তার শিক্ষা অর্জন করা কোনটিই না জায়েয নয়।

প্রশ্ন-(২/৬৭)ঃ হোমিওপ্যাথি মতে রোগীর সঙ্গে কথোপকথন, দর্শন ও শরীর স্পর্শ না করলে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় না। ধর্মীয় মতে এটি করা যাবে কি?

মুহাম্মাদ আবুল মানছূর
চক লোকমান কলোনী, বগুড়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে মহিলাদের জন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে পর্দার অন্তরালে থাকার নির্দেশ ও মুহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষের সাথে কথোপকথন, দর্শন ইত্যাদি নিষেধ আছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা জায়েয রাখা হয়েছে। যেমন- মহানবী (ছাঃ) বরদেরকে বিবাহের পূর্বেই কনে দেখার অনুমতি ও উৎসাহ প্রদান করেছেন (মুসলিম 'নিকাহ' অধ্যায়)। স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন। এছাড়াও মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সহ পুরুষদের চিকিৎসা করার বিষয়টিও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জনৈক মহিলা ছাহাবী রুবাই বিনতে মু'আব্বিয বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ) -এর সাথে যুদ্ধে শরীক হ'তাম। যোদ্ধাদের পানি পান করাতাম। আহতদের চিকিৎসা করতাম। আহত ও নিহতদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনায় স্থানান্তর করতাম।

প্রকাশ থাকে যে, পুরুষদের এসব সেবামূলক কাজে মহিলাদের নিয়োজিত থাকতে হ'লে তাদের সাথে কথোপকথন, দর্শন ইত্যাদি হওয়া স্বাভাবিক। ফলে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শারঈ বিধান মতে চিকিৎসার যরূরী প্রয়োজনে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে কথোপকথন, দর্শন ও শরীর স্পর্শ জায়েয। তবে তা হ'তে হবে নিতান্ত প্রয়োজনে ও নিরুপায় অবস্থায় পূর্ণ শালীনতার সাথে। এসব ছাড়াই যদি চিকিৎসা সম্ভব হয়, তবে সেভাবেই চিকিৎসা গ্রহণ ও প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-(৩/৬৮)ঃ সম্পূর্ণ 'মোহর' বাকী রেখে অথবা কিছু পরিশোধ করে ও কিছু বাকী রেখে বিবাহ করার বিধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোথাও আছে কি?

শেখ মাহতাবুদ্দীন আহমাদ
রাজশাহী

উত্তরঃ মোহর সম্পূর্ণ বাকী রেখে অথবা কিছু নগদ ও কিছু বাকী রেখে উভয় ভাবেই বিবাহ সম্পাদন করা কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা তাদেরকে ফরয মনে করেই

http://islaminonesite.wordpress.com

আদায় করে দাও' (নিসা২৪)।

জনৈক ছাহাবীর উপস্থিত মোহর প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশের প্রেক্ষাপটে মোহর স্বরূপ কুরআনের সূরা শিক্ষা প্রদান বাকী রেখে মহানবী (ছাঃ) বিবাহ সম্পাদন করেন (বুখারী 'কুরআন শিক্ষার উপরে মোহর বাকী রেখে বিবাহ' অধ্যায় ২/৭৭৪ পৃঃ)। তবে উক্ত হাদীছ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, 'মোহর' বাকী রেখে বিবহ সম্পাদন জায়েয হলেও বিবাহ সম্পাদন কালীন মোহর প্রদান সর্বোত্তম। কেননা কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বিবাহ সম্পাদন কালীন মোহর প্রদান উত্তম প্রমাণিত আছে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেন, সকল শর্তের চেয়ে বিবাহের শর্ত, যার দ্বারা তোমরা স্ত্রীকে হালাল করেছ (অর্থাৎ মোহর) পূর্ণ করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য (বুখারী, মুসলিম)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সক্ষম ও অক্ষম উভয় অবস্থাতেই মোহর বাকী রেখে বিবাহ সম্পাদন করা জায়েয। অনুরূপভাবে কিছু মোহর প্রদান করে ও কিছু বাকী রেখে বিবাহ সম্পাদন যে জায়েয তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা পূর্ণ মোহর যেখানে বাকী রেখে বিবাহ জায়েয, সেখানে কিছু মোহর প্রদান করে বিবাহ সম্পাদন করা অধিকতর জায়েয। মহানবী (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ) -কে বিবাহের পরে হযরত ফাতিমার সাথে মিলনের পূর্বেই কিছু মোহর প্রদানের নির্দেশ দেন। দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার 'মোহরের কিছু অংশ মিলনের পূর্বে ও বাকী অংশ পরে প্রদানের' অধ্যায়।

প্রশ্ন-(৪/৬৯)ঃ মোহর কি কারণে দিতে হয়? মোহরের টাকা কে পাবে? মোহরের উর্ধতম ও নিম্নতম পরিমাণ কত? মোহর কি পারিশোধ করা ফরয?

মুহাম্মাদ হাসান আলী

জামদহ, বৈদ্যপুর

মান্দা, নওগাঁ

উত্তরঃ বিবাহিতা স্ত্রীকে হালাল করার জন্য 'মোহর' শরীয়ত বির্ধারিত একটি বিনিময় মাধ্যম মাত্র। যার একমাত্র মালিকানা স্ত্রীর এবং যা আদায় করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। কেননা এটি বিবাহের অন্যতম প্রধান শর্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، অর্থাৎ 'আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের মোহর দিয়ে দাও' (নিসা ৪)। فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ 'তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং উত্তম ভাবে তাদের মোহর প্রদান কর' (নিসা ২৫)। সকল শর্তের চেয়ে বিবাহের শর্ত পালন করা অধিক কর্তব্য। -বুখারী 'বিবাহের শর্তাবলী' অধ্যায় ২/৭৭৪ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, শারঈ বিধানে মোহরের সর্বোচ্চ সীমা ও সর্ব নিম্ন সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই। বর ও কনে পক্ষ খুশী মনে যে পরিমান মোহর নির্ধারণে সম্মত হবে, সেটাই হবে বিনিময় মোহর। তবে মোহরের পরিমাণ হালকা রাখাই শরীয়তে অধিক পসন্দনীয় ও কল্যাণময়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মোহর হিসাবে যদি কেউ তার স্ত্রীকে অঞ্জলি ভরে আটা বা খেজুর দেয় তবে তার দ্বারা তাকে হালাল করবে। -আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২০। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, মেয়েদের মোহর সীমাহীন কর না। কেননা সীমাহীন মোহর নির্ধারণ যদি দুনিয়ায় সম্মান অথবা আখেরাতে তাক্বওয়া অর্জনের কারণ হ'ত, তবে এরূপ মোহর প্রদানে মহানবী আগ্রহী হ'তেন। কিন্তু তিনি তার কোন স্ত্রী বা কন্যার মোহর বার উকিয়্যাহ বা ৪৮০ দিরহামের অধিক নির্ধারণ করেননি। -আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি মিশকাত 'মোহর' অধ্যায় হা/৩২০৪। এ থেকে বুঝা যায় মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট হালকা মোহর ধার্য করাই পসন্দনীয় ছিল।

প্রশ্ন-(৫/৭০)ঃ স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে জামা'আত করে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

শহীদুল ইসলাম

বোনারপাড়া ডিগ্রী কলেজ

গাইবান্ধা

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করেছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৬ পৃঃ)। ওমর ফারূক (রাঃ) রাতের ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করার জন্য আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ক্বারী (রাঃ)-কে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৫ পৃঃ)। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারে না। কেননা মহিলাদের কাতার পুরুষের পিছনে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি ও

http://islaminonesite.wordpress.com

আমার ভাই আমাদের ঘরে নবী (ছাঃ) -এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করি এবং আমার মা উম্মে সুলাইম আমাদের (দু'ভায়ের) পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেন (মুসলিম, মিশকাত ৯৯ পৃঃ)।

প্রশ্ন-(৬/৭১)ঃ 'একটি যরূরী বার্তা নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়ে শুনান'। এই সংবাদটির সত্যতা সম্পর্কে শরীয়তের বক্তব্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল জলীল

রুদ্রশ্বর কাকিনা

কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট

[জরুরী বার্তার বক্তব্যঃ এটি একটি সত্য ঘটনা। মদীনা মনওয়ারা থেকে শেখ আহম্মদ এই অছিয়তনামা লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি জুম্মার দিন রাত্রে ক্বোরান মজিদ পড়িতেছেন। পড়তে পড়তে হটাৎ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পান যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উনার সামনে দাঁড়িয়ে বলিতেছেন,..... ।]

উত্তরঃ প্রথমতঃ জরুরী বার্তা-র উপরে বিসমিল্লাহ-র বদলে ৭৮৬ লেখা আছে যা বিদ'আত। অতঃপর উক্ত যরূরী বার্তাটি ভিত্তিহীন। এই বার্তার প্রতি আমল করলে পাপ হবে। এই যরূরী বার্তায় ইসলামের মধ্যে মিথ্যা কিছু প্রবেশ করানো হয়েছে এবং ইসলামকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন- (১) আল্লাহ্র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন, 'আকাশে একটা তারা দেখা দিবেএবং এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র দরজা বন্দ হয়ে যাবে'। অথচ হাদীছে এসেছে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলে আল্লাহ্র রহমতের দরজা বন্ধ হবে' (বুখারী মুসলিম, মিশকাত ৪৬৩ পৃঃ) (২) আল্লাহ্র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন কুরআন মজিদের অক্ষর উঠে যাবে'। অথচ আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন, শুধুমাত্র কুরআনের অক্ষর থাকবে, আমল থাকবে না (বায়হাক্বী, মেশকাত ৩৮ পৃঃ)। (৩) আল্লাহ্র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন, যে লোক এই অছিয়তনামা পড়বে এবং অন্যকে পড়ে শুনাবে রোজ ক্বিয়ামতের দিন আমি তার উছিলায় জান্নাতে জায়গা করে দিব'। একথা দ্বারা আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। যা জাহান্নামের কারণ। কেননা একজনের স্বপ্ন অপরজনের জন্য শরীয়ত হ'তে পারেনা অর্থাৎ আমল যোগ্য হ'তে পারেনা (৪) তার স্বপ্নকে মেনে নিলে ইসলামকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করা হবে। কেননা তার স্বপ্নকে অনুসরণ করা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ, যা হ'তেই পারে না। ইসলামের বিধান মেনে চলাই জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হ'তে পারে।

মুসলিম উম্মাহ্র অবগত থাকা আবশ্যক যে, সত্য স্বপ্ন নবুঅতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ মাত্র (নবুঅত নয়)।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ।

(৫) বলা হয়েছে যে, এই অছিয়তনামা 'একজন ৪০ খানা ছাপিয়ে বিতরণ করেছে, তার ব্যবসায় ৮০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। একজন এটাকে মিথ্যা বলেছেন, তার মৃত্যু হয়েছে। আর একজন আজ নয় কাল ছাপিয়ে দেব বলেছেন তারও মৃত্যু হয়েছে'। অথচ মুসলমান তাক্বদীরে বিশ্বাস করে। তার হায়াত ও রূযি আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অতএব এসব স্রেফ শয়তানী প্রচারণা ছাড়া কিছুই নয়।

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সত্য স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর মিথ্যা কল্পনা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখলে প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্যের নিকটে যেন প্রকাশ না করে। আর মন্দ স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নের অনিষ্ট ও শয়তানের অনিষ্ট হ'তে যেন পরিত্রাণ চায় এবং সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপে করে ও স্বপ্ন অন্যের নিকট প্রকাশ না করে। তাহ'লে এই স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ। একজনের স্বপ্ন অপরজনের জন্য আমল যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা বলাই নিষেধ। কল্যাণপূর্ণ মনে করলে স্বপ্নের ফলাফল জানার জন্য প্রিয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করতে পারে মাত্র। কাজেই এই ধরণের স্বপ্নের প্রতি আমল করতে বলা একটা ভণ্ডামী ছাড়া কিছুই নয়। এদের সহযোগিতা করা ও এগুলি ছেপে বিলি করাও পাপের কারণ হবে।

প্রশ্ন-(৭/৭২)ঃ একটি গরু ৩/৫/৭ ভাগে-কুরবানী করা জায়েয হবে কি?

আব্দুল হান্নান

সেনের গাতী

তালা, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ তিন ভাগ বা পাঁচ ভাগে কুরবানী দেওয়ার প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। ৭ জন কিংবা ১০ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করার প্রমাণে সফরের হাদীছ পাওয়া যায়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা হোদায়বিয়ার বৎসরে (ওমরার সফরে) আল্লাহ্র রাসূলের সাথে ৭ জনের পক্ষ থেকে উট ও উটনী

http://islaminonesite.wordpress.com

কুরবানী করেছিলাম এবং ৭ জনের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছিলাম। -মুসলিম ১ম খন্ড ৪২৪ পৃঃ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম অতঃপর কুরবানীর সময় আসল। তখন আমরা গরুতে ৭ জন করে শরীক হ'লাম এবং উটে ১০ জন করে শরীক হ'লাম। -তিরমিযী ১ম খন্ড পৃঃ ২৭৬; আবুদাঊদ ২য় খন্ড পৃঃ ৩৮৮। একজন ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি জীবন অর্থাৎ একটি ছাগল বা গরু ইত্যাদি কুরবানী দেওয়াই সুন্নাতের অনুকূলে। -মুওয়াত্ত্বা মালেক ১৮৮ পৃঃ; নাছবুর রায়াহ ৪র্থ খন্ড ২১১ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৮/৭৩)ঃ শ্বাশুড়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কি?

আশরাফ আলী

গ্রামঃ মিয়াপুর কুমার সেন্টার

বগুড়া

উত্তরঃ শ্বাশুড়ীর সাথে অপকর্মের ফলে শরীঅতের বিধান অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী হবে। কিন্তু নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ ভঙ্গ কিংবা হারাম হবে না। কারণ শারঈ বিধানে একজনের অপরাধের শাস্তি অন্যজন বহন করবে না। আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى 'যে ব্যক্তি কোন পাপ করে তা তারই দায়িত্বে থাকে, কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না' (আন'আম ১৬৪)।

প্রশ্ন-(৯/৭৪)ঃ ছালাতের বাইরে ও ভিতরে ইমাম মুক্তাদী, তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতাদের আয়াতের জবাব দিতে হবে কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

রাজশাহী

উত্তরঃ ১. 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' -এর জওয়াবে 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' (আহমাদ, আবুদাঊদ, হাকেম, মিশকাত, 'ছালাতে ক্বিরা'আত' অধ্যায় হা/৮৫৯) হাদীছ ছহীহ।

২. সূরায়ে ক্বিয়ামাহ-এর শেষে 'বালা' -আবুদাঊদ, বায়হাক্বী -ছহীহ।-

আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (বৈরুতঃ ১৪০৩/১৯৮৩) হাশিয়া পৃঃ ৮৬।

৩. 'ফাবে আইয়ে আ-লা-য়ে রাব্বিকুমা তুকাযযিবান'-এর জওয়াবে 'লা বেশাইইম মিন নি'আমিকা রব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হাম্‌দ' (তাফসীরে তাবারী, মুসনাদে বাযযার ইত্যাদি। আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/৮৬১,১/২৭৩ পৃঃ) হাদীছ 'হাসান'।

৪. সূরায়ে গাশিয়া-র শেষে 'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসা-বাঁই ইয়াসীরা' (আহমাদ, হাকেম, ইবনু খুযায়মা, মিশকাত 'হিসাব ও মীযান' অধ্যায় হা/৫৫৬২) হাদীছ হাসান।

৫. (ক) সূরা ত্বীন-এর শেষে 'বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন '(খ) সূরায়ে মুরসালাত -এর শেষে 'আমান্না বিল্লাহ' (তিরমিযী, আহমাদ, আবুদাঊদ, বায়হাক্বী, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় হা/৮৬০) হাদীছ যঈফ।

প্রথম চারটি হাদীছ দ্বারা কেবল পাঠকারী বা ইমামের ক্বিরাআত ও জওয়াব প্রমাণিত হয়, মুক্তাদীর জন্য নয়। সেকারণ এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

তিরমিযী-র ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তেলাওয়াত কারীর জন্য এইসব আয়াতের উত্তর দেওয়া পসন্দনীয়। তবে শ্রোতা বা মুক্তাদীর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমি কোন হাদীছ অবগত নই (তুহফা ১/১৯৪)।

মিশকাত-এর ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, শ্রোতা বা মুক্তাদীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি অবগত নই। তবে আয়াত গুলিতে প্রশ্ন রয়েছে। সে কারণ জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। -মির'আত ৩/১৭৫। মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য জওয়াব দান পসন্দনীয় বলেন। -মুসলিম ১/২৬৪ পৃঃ। শায়খ আলবানী বলেন, উহা ছালাত ও ছালাতের বাইরে এবং ফরয ও নফল ছালাত সব অবস্থাকে শামিল করে। তিনি 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা'র বরাতে একটি 'আছার' উদ্ধৃত করেন এই মর্মে যে, ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ফরয ছালাতে উক্ত জওয়াব দিতেন। -ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ৮৬ হাশিয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন-(১০/৭৫)ঃ আল্লাহ্‌র রাসূলের পাগড়ী কত হাত ছিল? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন মল্লিক

সাং- আন্দারিয়া পাড়া

ডাকঃ কাটখইর, নওগাঁ

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে কালো পাগড়ী পরিধান করতেন, যার দুই আঁচল কাঁধে ঝুলত। আমর ইবনে হোরায়েস তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে মিম্বরের উপর দেখেছি এমতাবস্থায় যে তার উপর কালো পাগড়ী ছিল। যার দুই আঁচল দুই কাঁধে ঝুলছিল। -মুসলিম ১ম খণ্ড ৪৪০ পৃঃ; আবুদাঊদ ২য় খণ্ড ৫৬৩ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩০৪ পৃঃ; নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৫৫ পৃঃ; ইবনুমাজাহ ২০২ ও ২৫৫ পৃঃ; মিশকাত ৩৭৪ পৃঃ।

আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) পাগড়ীর পরিমাপের প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর পাগড়ীর পরিমাপ দাবী করলে দলীল বিশুদ্ধ হ'তে হবে, অন্যথায় দাবী অগ্রহণীয় হবে। -তোহফা, ৫ম খণ্ড ৩৩৮ পৃঃ; নায়ল ২য় খণ্ড ১১০ পৃঃ। মোল্লা আলী ক্বারী আল্লামা জাযারীর কথা নকল করে বলেন, আল্লামা জাযারী তার তাসবীহুল মাছাবীহ গ্রন্থে বলেছেন, আমি হাদীছের কিতাব এবং তারীখের কিতাব খুঁজে আল্লাহ্‌র নবীর পাগড়ীর পরিমাপ অবগত হ'তে পারিনি। তবে ইমাম নববীর বক্তব্য অবগত হয়েছি যে, আল্লাহ্‌র নবীর ছোট বড় দু'টি পাগড়ী ছিল। ছোটটি ৭ হাত, আর বড়টি ১২ হাত। -মিরক্বাত ৮ম খণ্ড ২৫০ পৃঃ; নাসাঈ টীকা নং ১০, ২য় খণ্ড ২৫৫ পৃঃ; মিশকাত টীকা নং ১২, ২য় খণ্ড ৩৭৪ পৃঃ।

ফলকথা পাগড়ীর পরিমাপ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কাল পাগড়ী পরতেন, যা মাথায় পেঁচানো থাকতো এবং শেষ অংশ কাঁধে ঝুলতো। এরূপ হাদীছ প্রমাণ করে যে, পাগড়ীর পরিমাপ কয়েক হাত ছিল। কাজেই নির্দিষ্ট পরিমাপকে সুন্নাত মনে না করে স্বাভাবিক নিয়মে প্রয়োজন অনুপাতে পাগড়ী দীর্ঘ করাই সুন্নাত হবে।

প্রশ্ন-(১১/৭৬)ঃ পায়ে মেহেন্দী লাগানো যায় কি? যদি যায় তবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব। কেননা বড়দের মুখে শুনেছি পায়ে মেহেন্দী লাগানো যায় না। লাগালে পাপ হয়, কথাটা কি সত্য?

আসমা আখতার ও রেজীনা ইয়াসমীন

সরকারী পাইওনিয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়

খুলনা

উত্তরঃ মেহেন্দী হচ্ছে মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম। যা পুরুষ ব্যবহার করতে পারে না। মহিলারা হাত পা উভয় স্থানেই মেহেন্দী ব্যবহার করতে পারে। একজন মহিলা আয়েশা (রাঃ) -কে মেহেন্দী ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, মেহেন্দী ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি অপসন্দ করি এই জন্য যে, আমার হাবীব (ছাঃ) তার গন্ধকে অপসন্দ করতেন। -আবুদাঊদ, নাসাঈ, মেশকাত ২য় খণ্ড ২৮৩ পৃঃ। হাদীছে সাধারণভাবে মেহেন্দী ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মহিলারা হাত ও পায়ে মেহেন্দী লাগাতে পারে। -হাশিয়া নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃঃ। মহিলাদের মেহেন্দী লাগানো আবশ্যক। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা আল্লাহ্‌র রাসূলকে (ছাঃ) একখানা কিতাব দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিজ হাত গুটিয়ে নেন। মহিলাটি বলল, আপনাকে কিতাব দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম আর আপনি নিলেন না। তখন আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি অবগত নই যে, এটা মহিলার হাত না পুরুষের হাত? মহিলাটি বলল, মহিলার হাত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি মহিলা হলে মেহেন্দী দ্বারা তোমার নখ সমূহ রঙিন করে নিতে। -নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃঃ। -আবুদাঊদ ২য় খণ্ড ৫৭৪ পৃঃ। হাদীছে মহিলাদেরকে নখ সমূহে মেহেন্দী লাগিয়ে পুরুষ হ'তে পার্থক্য করতে বলা হয়েছে। যার দ্বারা মহিলাদের মেহেন্দী লাগানো আবশ্যক প্রমাণিত হয়।

মহিলারা পরিষ্কার ও সুন্দর হওয়ার জন্য এমন খোশবু বা পদার্থ ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ হবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পুরুষের খোশবু হচ্ছে যার গন্ধ প্রকাশ হবে এবং রং গোপন থাকবে। আর মহিলাদের খোশবু হচ্ছে যার রং প্রকাশ হবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। -তিরমিযী, নাসাঈ, মেশকাত ৩৮১ পৃঃ। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মেহেন্দী দাড়ীতে লাগিয়েছেন বলে মেয়েদের পায়ে লাগানো যায় না এই ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তো খোশবু দাড়ীতে

http://islaminonesite.wordpress.com

লাগাতেন আবার মহিলাদের কে মাসিক হ'তে পবিত্র হওয়ার সময় লজ্জাস্থানেও লাগাতে বলেছেন। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ৪৮ পৃঃ। আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) ব্যবহারে কোন বস্তুর মান বাড়লে মহিলাদেরকে লজ্জাস্থানে খোশবু লাগাতে বলতেন না। কাজেই আমাদের এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়।

প্রশ্ন-(১২/৭৭)ঃ পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিলকৃত সর্বশেষ অহি-র বিধান। এর অর্থ ও মর্ম বুঝেই এর প্রতি আমল করার জন্য কি এই কুরআন নাযিল হয়নি? কিন্তু অনেকেই আমরা এর অর্থ ও মর্ম না বুঝেই শুধুমাত্র তেলাওয়াত করে থাকি। এরূপ কুরআন তিলাওয়াতে পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান

বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

আত্রাই, নওগাঁ

উত্তরঃ একথা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত যে, সঠিক অর্থ ও মর্ম বুঝে পূর্ণ আমল করার জন্যই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ– 'আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার' (ইউসুফ ২)। তবে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত প্রাপ্তির সাথে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করা শর্তযুক্ত করা হয়নি। হাদীছে সাধারণভাবে কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত পাঠের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন উকবা বিন আমের হ'তে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে افلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أويقرء آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين الخ অর্থাৎ 'তোমাদের কি কেউ মসজিদে গমন করে কুরআন থেকে দু'টি আয়াত শিক্ষা দেবে না অথবা দু'টি আয়াত পাঠ করবে না। কেননা সেটি তার জন্য দু'টি উট হ'তে উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উট থেকে আর চারটি আয়াত চারটি উট থেকে এবং এভাবে আয়াত সমূহের সমসংখ্যা উট থেকে সমসংখ্যা আয়াত পাঠ উত্তম। -মুসলিম, মিশকাত 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় পৃঃ ১৮৩। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من قرآ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها...

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার জন্য একটি নেকী রয়েছে এবং নেকী দশগুণে উন্নীত হয়ে থাকে'।-তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় পৃঃ ১৮৬। উক্ত হাদীছ দ্বয়ে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে পড়ার শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিও কুরআন তেলাওয়াতে পূর্ণ নেকী পাবেন।

প্রশ্ন-(১৩/৭৮)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে তার আত্মীয়-স্বজন দান খয়রাত করলে মৃত ব্যক্তির কোন ফায়দা হবে কি? মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ৩০/৪০ দিবসে আত্মীয়-স্বজন ও আলেমদের দাওয়াত করে খাওয়ানো জায়েয আছে কি এবং এতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফযলুল হক

মাদ্রাসাতুল হাদীছ

নাযিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ- মৃত ব্যক্তির নামে দান খয়রাত করা ও সেই দান হ'তে মৃত ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই এবং এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إن رجلا قال للنبى (ص) إن امى افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجرٌ ان تصدقت عنها قال نعم متفق عليه– অর্থাৎ 'জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাঃ) -কে বলল, আমার মাতা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তবে কি তিনি নেকী পাবেন? নবী (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'।-মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, -----অধ্যায় পৃঃ ১৭৬। উক্ত হাদীছে মৃত মায়ের নামে দান করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ থেকে মৃত ব্যক্তির নামে দান করা বৈধ প্রমাণিত হ'ল। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, সেই দান থেকে মৃত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে। কেননা হাদীছটিতে নবী (ছাঃ) স্পষ্টভাবে মৃত ব্যক্তির নেকী প্রাপ্তির কথা সমর্থন করেছেন। তবে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ৩০/৪০ দিবসে অথবা যে কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে সেই দিনে আত্মীয়-স্বজন এবং আলেম-ওলামাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর এই বিশেষ পদ্ধতিটি দ্বীন ইসলামের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। এইভাবে নির্দিষ্ট দিনে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা অথবা তার নিকট নেকী পৌঁছানোর এই বিশেষ তরীকা যা এ দেশে কুলখানী বা চল্লিশা নামে খ্যাত, তা কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে প্রমাণিত নয়। কাজেই এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত ও পরিতাজ্য। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, من أحدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد– 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিষয় সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। -মুত্তাফাক আলাইহ। তিনি আরো বলেন, 'দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নূতন সৃষ্টিই বিদ'আত' (আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী ও ইবনেমাজাহ) 'প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা' (মুসলিম, মিশকাত 'ই'তিছাম বিল কিতাব' অধ্যায়। মোটকথা এ থেকে মৃত ব্যক্তি কোনরূপ উপকৃত হবে না বরং পূর্ব থেকেই যদি মৃত ব্যক্তির এরূপ অনুষ্ঠানের কামনা থেকে থাকে, তবে তারও এই বিদ'আতের গোনাহে শামিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন-(১৪/৭৯)ঃ কোন বক্তা কুরআন-হাদীছ বয়ান করার পূর্বে উপস্থিত জনতাকে সালাম দিবে, না কিছু বলার পর সালাম দিবে?

গোলাম রহমান
সাং ও পোঃ- বাটরা,
কলারোয়া, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ কুরআন-হাদীছ বয়ান করার পূর্বে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বক্তার সালাম দেওয়া সুন্নাত। বক্তৃতার মাঝে সালাম দেওয়ার কোন বিধান পাওয়া যায় না। ইবনুস সুন্নী হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা বললে তোমরা তার উত্তর দিয়ো না। -যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৪১৫ পৃঃ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরের উপরে বসতেন তখন সরাসরি মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন ও সালাম দিতেন'। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। -'ইমামের মিম্বরে উঠে বসে সালাম দেওয়া' অধ্যায়; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ৩য় খণ্ড ২০৪ পৃঃ। হাদীছটি বিশুদ্ধ। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৭৯ পৃঃ। ইমাম শা'আবী বলেন, আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)ও এইরূপ করতেন। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২য় খণ্ড (বোম্বাই - ভারতঃ ১৯৭৯) পৃঃ ১১৪।

প্রশ্ন-(১৫/৮০)ঃ বর্তমানে এদেশের কোন কোন জায়গায় আম বিক্রয় করার নামে পাঁচ বছর অথবা দুই বছরের চুক্তিতে আমের পাতা বিক্রয় করা হচ্ছে। এরূপ বিক্রয় কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে জওয়াবের প্রত্যাশায়-

মুযাফফার হোসাইন

নওদাপাড়া, রাজশাহী

উত্তরঃ মুকুল ও ফলবিহীন গাছ ভাড়া দেওয়া যায়, যেমনিভাবে যমীন ভাড়া দেওয়া যায়। হানযালা ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) -কে দিনার ও দিরহাম এর পরিবর্তে যমীন ভাড়া নেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, কোন ক্ষতি নেই।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৫৭ পৃঃ। অর্থাৎ যেমন মুদ্রার বিনিময়ে যমীন ভাড়া নেওয়া যায় তেমন মুকুল ও ফল বিহীন বাগান ভাড়া নেওয়া যায়। -মুসলিম উম্মাহ্র অবগত থাকা আবশ্যক যে, মুকুল থেকে শুরু করে ফল পাকা অথবা খাওয়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত ফলের গাছ বা বাগান বিক্রি করা যায় না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ফল পেকে খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই ফল ব্যবহারোপযোগী না হ'লে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী, ১ম খণ্ড ২৯২ পৃঃ; মুসলিম, ২য় খণ্ড ৭ পৃঃ; মিশকাত ২৪৭ পৃঃ। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পাকার পূর্বে খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, পাকার অর্থ হ'ল পেকে লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৪৭।

প্রকাশ থাকে যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ফল বিক্রি করে এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগ দ্বারা তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে বিক্রেতাকে সে ক্ষতির দায়িত্ব বহন করতে হবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তুমি যদি তোমার মুসলিম ভাইয়ের নিকট কোন ফল বিক্রি কর, আর তা যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে তার নিকট হ'তে মূল্য গ্রহণ করা তোমার জন্য হালাল হবে না। তোমার এই অর্থ গ্রহণ না হক্ব হবে। -মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ৭।

http://islaminonesite.wordpress.com